দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা

3

তারিখ 03 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষকদের শূন্য পদ

শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলে শিক্ষার ও শিক্ষার্থীদের যে কি অবস্থা হয় তা কারো অজানা নয়। কিন্তু এদেশে এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়। বলা যেতে পারে অনেক শিক্ষাঙ্গনেই বর্তমানে এই অবস্থা বিরাজমান। দৈনিক বাংলার একটি সংবাদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ খবরে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৭টি উপজেলায় ১৬২টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এর ফলে ঐ শিক্ষায়তনগুলোতে অধ্যাপনা কতটা সম্ভব হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। তা একটি মাত্র জেলাতেই যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এতগুলো শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে তখন অন্য জেলাগুলোতেও যে অনেকটা ঐ অবস্থাই বিদ্যমান তা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য নয়। আর এই অবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হচ্ছে।

অবশ্য কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়েই যে শিক্ষকদের অভাব ঘটেছে তা নয়। কলেজগুলোর অবস্থাও একই। সরকারী কলেজগুলোতে ৩০০০ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষের পদ ৬০টি। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষদের দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে হয়ত অধ্যক্ষের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করানো কঠিন নয় কিন্তু অন্যান্য শিক্ষক ছাড়া কলেজগুলোতে পড়াশোনা চালানো কি করে সম্ভব ? এসব শিক্ষকের পদ যে সম্প্রতি-কালে শূন্য হয়েছে তা নয় কোন কোন পদে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শিক্ষক নেই। তার অর্থ সেখানে পড়াশোনার কোন পরিবেশই নেই।

শিক্ষকদের পদ এভাবে শূন্য থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে নিঃসন্দেহে। একথা কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। তা সত্ত্বেও কেন এসব পদ শূন্য রয়েছে তা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। শিক্ষকতা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব রয়েছে—একথা বলা যাবে না। কারণ কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকতার উপযুক্ত বিপুল সংখ্যক লোক বেকার রয়েছে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক পাওয়া তো মোটেই দুরূহ নয়।

আমাদের মতে, সরকারী কলেজগুলোতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলোতে অবিলম্বে সকল শিক্ষকের পদ পূরণ করা উচিত। পাশাপাশি অন্য শিক্ষায়তনগুলোর জন্যও ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।